advertisement

দুর্নীতিতেও বেপরোয়া বশেমুরবিপ্রবির ভিসি

সৈয়দ মুরাদুল ইসলাম গোপালগঞ্জ
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০২:১১

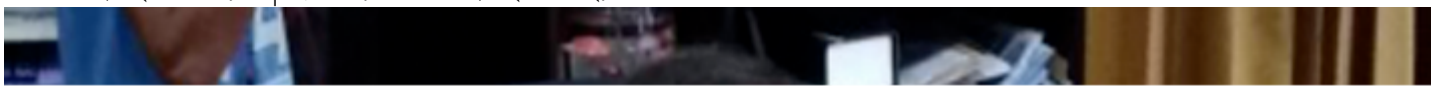

বশেমুরবিপ্রবি'র ভিসি ড. খোন্দকার নাসির উদ্দিন

‘আঙ্কেল, ও আঙ্কেল এই দিকে আসেন, এই দিকে। এই গাছটার কাছে আসেন। ছয় লাখ টাকার এই গাছের সঙ্গে একটা সেলফি তুলে যান। দেখেন ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা মূল্যের এই বনসাইটির দাম দেখানো হয়েছে ছয় লাখ টাকা।’ এভাবেই সাংবাদিকদের কাছে ভিসির দুর্নীতির একটি নমুনা তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ভিসি ড. খোন্দকার নাসিরউদ্দিনের কথাবার্তা, চালচলনের মতো তার দুর্নীতিও লাগামহীন। শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের অভিযোগ, ভিসি নাসিরউদ্দিন ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যোগ দেওয়ার পর থেকে নানাভাবে প্রতিষ্ঠানটির অর্থ অত্মসাৎ শুরু করেন। এখানে যত ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ হয়, সবই করা হয় ভিসির নিজের লোক দিয়ে। এভাবে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

একটি সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণের জন্য গোবর সার কেনার নামেই খরচ দেখানো হয়েছে প্রায় দুই কোটি টাকা। ভিসি নাসিরউদ্দিনের যোগদানের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণের জন্য ১৫ কোটি ৪৪ লাখ টাকা বরাদ্দ আসে। এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ম্যুরালের কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও এ বাবদ ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার ম্যুরাল নির্মাণের শুরুতেই এই দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হওয়ার পর আরও ফুঁসে উঠেছেন আন্দোলনকারীরা।

এ ছাড়া অডিটোরিয়াম নির্মাণের বরাদ্দ রয়েছে ৩৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। কোনো কাজ করা না হলেও এর ব্যয় দেখানো হয়েছে ৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। শহীদ মিনার নির্মাণে বরাদ্দ হয় ২ কোটি ১৮ লাখ টাকা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো শহীদ মিনার না থাকলেও এই খাতে ব্যয় দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকা।

advertisement

বিশ্ববিদ্যালয়ে গাছ লাগানোর নামেই কয়েক কোটি টাকা লাপাত্তা করে দিয়েছেন। মাস্টাররোলে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে বড় ধরনের দুর্নীতি। এভাবে আরও অনেক খাতে চলছে লুটপাট। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ভিসি নাসিরউদ্দিন দ্বিতীয় মেয়াদে চেয়ার পাওয়ার পর বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন।

এ ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর ড. খোন্দকার নাসিরউদ্দিন বলেন, অডিটোরিয়াম, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও শহীদ মিনার নির্মাণে এখন পর্যন্ত কোনো টাকা খরচ হয়নি। তবে এসব প্রকল্প দৃশ্যমান না হলেও কাজ শুরুর আগে প্ল্যান, ডিজাইন, সয়েল টেস্টসহ বিভিন্ন খাতে অনেক খরচ করতে হয়, সেসব খরচ আমরা করেছি। যেহেতু এসব কাজ প্ল্যানিং বিভাগের, সে কারণে কতটুকু কাজ হয়েছে, কত টাকা খরচ হয়েছে আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর থেকে প্রকল্প পরিচালক স্বাক্ষরিত বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ওই খাতগুলোয় খরচ দেখানো হয়েছে।

এসব দুর্নীতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ওই বিভাগ সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, কোনো কাজ না করা হলেও আমরা টাকা খরচ দেখিয়েছি। কাজ করার সময় আমরা টাকা খরচের বিষয়টি সমন্বয় করে নেব।

এ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রোকৌশলী মো. আমিনুর রহমান বলেন, অডিটোরিয়াম, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য এখন পর্যন্ত টেন্ডার হয়নি। প্রাক্কলন ও ডিজাইনের সংশোধন করে পাঠানো হয়েছে। সংশোধিত কপি এলে আমরা টেন্ডার আহ্বান করব।